দৈঃ জনকণ্ঠ

7

তারিখ ... 18 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

বরিশাল মেডিক্যালে শিক্ষক সঙ্কট ॥ লেখাপড়া ব্যাহত

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাদের ভবিষ্যত নিয়ে অভিভাবকরাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সেই সাথে দক্ষিণাঞ্চলে এক কোটি মানুষ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ কলেজের ১৬টি বিভাগে ৩২ জন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের চাপের মুখে বারবার মন্ত্রণালয়ে চিঠি-পত্রে যোগাযোগ করেও কোন ফল পাচ্ছেন না। ছাত্র-ছাত্রীরা এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ তথ্য কলেজ সংশ্লিষ্ট সূত্রের। সূত্র বলেছে, কলেজের বহু শিক্ষকের পদ বছরের পর বছর খালি রয়েছে। ঢাকা থেকে অনেক শিক্ষককে এ কলেজে নিয়োগ দিলেও তারা কলেজে যোগদান করেননি। এ মেডিক্যাল কলেজটি এখন মূলত ভারপ্রাপ্ত আর 'চলতি দায়িত্ব' শিক্ষকদের দিয়ে চলছে। কলেজের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ফার্মাকোলজি শিক্ষক শূন্য। কোন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এমনকি সহকারী অধ্যাপক নেই। চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা কোন কিছুই শিখতে পারছে না। অন্যদিকে এ বিষয়ে একটি পরীক্ষা হয়ে গেছে। আরেকটি পরীক্ষা সামনে। কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগেরও একই অবস্থা। ফলে চতুর্থ বর্ষের ছাত্রদের ফিল্ড ট্রেনিং বন্ধ। ফার্মাকোলজি, কম্যুনিটি মেডিসিন, গাইনী, ফরেনসিক মেডিসিন, বায়োকেমিস্ট্রি, সার্জারি এবং ব্লাড ট্রান্সফিউশন এই ৭টি বিভাগে কোন অধ্যাপক নেই। দশটি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক, ৬টি বিভাগে ৬জন সহকারী অধ্যাপক, ৭টি প্রভাষক ও মেডিক্যাল অফিসারদের পদ শূন্য। কম্যুনিটি মেডিসিনের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদ দু'টি যথাক্রমে এক বছর ও দুই বছর যাবত শূন্য। কলেজের শিক্ষক সঙ্কটের নেপথ্যে রয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মফস্বলে না আসার উন্নাসিকতা। কলেজ অধ্যক্ষ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে যে শূন্য পদের তালিকা প্রেরণ করে যাচ্ছেন, তাতে মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের ঘুম ভাঙছে না। একজন ছাত্র বললেন, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ শিক্ষক শূন্যতার কারণে বিনষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। কলেজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক পোস্টিং না দিয়ে আমাদের শিক্ষার অধিকার রহিতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে না কেন। কলেজের একটি সূত্র বলেছে, শূন্য পদে ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে বেশ কিছু শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা প্রভাব খাটিয়ে ও বিশেষ ব্যবস্থায় অধিদপ্তর থেকে বদলি, বাতিল কিংবা নিজেদের পছন্দানুযায়ী পোস্টিং নিয়েছেন। কম্যুনিটি মেডিসিন ও রেডিওলজি বিভাগে ৩ জন শিক্ষককে অধিদপ্তর পোস্টিং দিয়েছে, এ মর্মে কলেজ চিঠি পেলেও আজ পর্যন্ত তাদের মুখ ছাত্র-ছাত্রীরা দেখেনি। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবের এ কলেজে সহকারী অধ্যাপক (চলতি দায়িত্ব) অধ্যাপকের দায়িত্বে আছেন। কলেজ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সম্প্রতি ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। কলেজ শিক্ষকের অভাবে এসব বিষয়ে ক্লাস নেয়া হচ্ছে না। হচ্ছে না ব্যবহারিক ক্লাসও। অন্যদিকে একের পর এক এক পরীক্ষা আসছে-যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফল করতে পারছে না। কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর আঃ করিম মোল্লা শিক্ষক সঙ্কটের কথা স্বীকার করেছেন।